IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

WRIT PETITION NO. 7643 of 2022

IN THE MATTER OF:

An application under Article 102 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh
And
IN THE MATTER OF:

Md. Abdul Karim and others
- Petitioner
-versus-
Bangladesh, represented by its Secretary, Ministry of Education, Bangladesh Seretariat, Shahbag, Dhaka-1000 and others.
- Respondents.

And

Mr. Md. Shahid Ullah, Advocate
..... for the Petitioners.
Mr. Md. Ashraful Alam, Advocate
…… for the Respondent No. 2

Mr. Nawroz M.R. Chowdhury, D.A.G. with
Mrs. Afroza Nazneen Akther, A.A.G. with
Mrs. Anna Khanom (Koli), A.A.G.
..... For the respondents-government.

Heard & Judgment on 30.11.2023.

Present:
Mr. Justice Md. Jahangir Hossain.
and
Mr. Justice S M Masud Hossain Dolon

Md. Jahangir Hossain , J:

This Writ Petition No. 7643 of 2022 has been filed under Article 102 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh. Rule was issued on 30.06.2022 as "Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why a

direction should not be passed upon the respondents to reinstate the name of the petitioner in the list of the Monthly Pay Order (MPO) and be disbursed the Government Portion of the Salary in favour of the petitioners with arrears and others admissible benefits (Annexure-"G") and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.

Short facts relevant for disposal of the Rule are that, the respondents 1,2,3,4,5,6,7,8,9 and 10 are serving in functionaries as public servant. The petitioners obtained the job by filing properly application before the authorities and proper formalities and by giving interview they appointed in the Lautoli High School, Rafiquepur, Begumgonj, Noakhali. The concern authorities served appointed letter to them in different dates. Upon continuation of their service the petitioners name's were enlisted in the Monthly Pay Order and accordingly they have been Government portion of the salary on several dates as such their right cannot be taken away or cancelled without giving them any chance of being heard but the respondents passed the impugned order dated 09.05.2022 without giving an opportunity of being heard and as such the impugned. Before passing impugned order the respondents ought to have inspected the allegation raised against the petitioners in accordance with the provisions under Article 18.2 of the Nitimala, 2010 but the respondents without making proper inquiry on that particular point most illegally curtailed the Government portion of the salary of the petitioner by passing

impugned order which is liable to be declared to have been passed without lawful authority. It is settled principle is that if any allegation was raised by any person who should be cross examined by the prosecuting person but such privilege were not given to the petitioners. The Ministry of Education does not form a committee in accordance with the provision under Article 19(Ga) and since there were no recommendation in accordance with the said provisions as such the respondents have no authority to continue the order dated 09.06.2022 against the petitioners. Hence the matter.

Mr. Md. Shahid Ullah, learned Advocate for the petitioners submits that the petitioners obtained the job upon observing all the legal formalities and attending the examination i.e. interview. After proper scrutiny they obtained the job. The petitioners are candidates for those posts only and they have no obligation to administrator the formalities of interview board. In support of his submissions he placed before the court Annexure A to G. Where it is transpires that the petitioner obtained and joined in the service according to the proper rules of the service. It further appears from the annexure that the petitioners were getting the MPO regularly since 2(two) years. We have examined the impugned order dated 09.05.2022 where it is held that

‘‘স্মারক নং-৪/জি/২৭৬০-৫/১০-৬২১ তারিখ-০৯/০৫/২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ এমপিও বাতিল প্রসঙ্গে।

সূত্র নঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৩৭০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৫.২০২০.৭১ তারিখ ২১ মার্চ ২০২২ খ্রিঃ

উপযুক্ত বিষয় ও সুত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন লাউতলী জুনিয়র স্কুলের নিম্নোক্ত শিক্ষকগণের নিয়োগ পরীক্ষা বিধিসম্মত না হওয়ায় এমপিও বাতিল করার জন্য উল্লিখিত সূত্রোক্ত স্মারকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সুপারিশ ক-র-ছন।

১। জনাব নাসরিন সুলতানা সুমী, সহকারী শিক্ষক, ব্যবসায় শিক্ষা, ইন-ডক্স নং-এন ৫৬৭৯৯১৮৯।
২। জনাব রোকেয়া বেগম, সহকারী শিক্ষক, সামাজিক বিজ্ঞান, ইনডেক্স নং এন-৫৬৭৯৩৪৩১।
৩। জনাব সাইফুর রহমান, সহকারী শিক্ষক, কম্পিউটার শিক্ষা, ইন-ডক্স নং-এন-১১৪৪১৭৩।
৪। জনাব মোঃ আবদুল করিম, সহকারী শিক্ষক, ব্যবসায় শিক্ষা, বাংলা, ইন-ডক্স নং-এন-১১৫৬০৬৮ এবং
৫। জনাব দী-নশ চন্দ্র আচার্য, সহকারী শিক্ষক, হিন্দু ধর্ম শিক্ষা, ইন-ডক্স নং-এন-১১৪৭০৯২।

এমতাবস্থায় বর্ণিত বিষয়ে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপ-জলাধীন লাউতলী জুনিয়র স্কুলের উল্লিখিত সহকারী শিক্ষকদের এমপিও বাতিল করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। সংযুক্তি শিক্ষা মন্ত্রণাল-য়র এমপওি বাতি-লর সুপারি-শর কপি।”

It appears from the Annexure-G1which was issued by the গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা-দশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বেসরকারী মাধ্যমিক-৩, বাংলা-দশ সচিবালয়, ঢাকা where they stated the reason for stopping the MPO of the petitioners. It reveals impugned order and the Memo that the Ministry already explain about the irregularities and unlawful activities about the appointment of the different teachers in the said school where the name of the petitioners also placed in the report. It appears upon such reason and the basis of the investigation the Ministry of Education took the decisions to stop the MPO of the petitioners.

It appears those all are disputed question of fact that the investigation report and the other allegations raised about the appointment of the petitioners would be ascertain by this writ court. Though it appears all the formalities was observed when the petitioners were selected by the interview board before joining the job.

Mr. Nawroz M.R. Chowdhury, learned Deputy Attorney General in his submissions contended that as per proper Rules and Procedure the authority concerned gave chance the petitioners to answer the allegations against their posting and appointment. Further after their application authority give them another opportunity for re-investigation the matter and the petitioners already gave their statements and answer before the authority. The matter has been proved by the authority and the Ministry and that there are anomaly and unlawful activities in their selection and appointment on those posts. As such Ministry properly took their decision to stop their MPO's facilities. There were no violation Rules and Law to take the decision MPO's facilities of the petitioners.

Further he submits that the concern authorities issue 2(two) time notice before the petitioners and gave them chance to answer the show cause within the Rules and Laws. Lastly he submits the petitioners wrongly and premature cause and stage filed this Writ Petition before this Court. Upon such submissions he placed "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল, ক-লজ, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর শিক্ষক ও কর্মচারী-দর বেতন-ভাতাদির সরকারী অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠা-মা সম্পর্কিত নি-র্দশিকা - ২০১০" where it is clearly stated in the Rules 19 "পুন: বিবেচনার আবেদন: কোন প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক, কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্থগিত, কর্তন ও বাতিলের বিরুদ্ধে নিম্নোক্তভাবে সরকারের নিকট পুন: বিবেচনার জন্য আবেদন করা যাবে:

(ক) সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা শিক্ষক/কর্মচারীকে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিকট উপযুক্ত কারণ ও প্রমাণদি সহকারে ৩(তিন) মাসের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

(খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ইহা পরীক্ষান্তের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে শুনানী গ্রহণ পূর্বক মতামতসহ মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করবে।

(গ) এ সম্পর্কিত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃক গঠিত নিম্নোক্ত কমিটি সংশিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী চূড়ান্ত ভাবে নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ প্রদান করবে:

(১) উপ-সচিব(সংশিষ্ট), শিক্ষা মন্ত্রণালয় -সভাপতি

(২) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ৩ জন - সদস্য

[সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩), সহকারী পরিচালক

(বিশেষ), সহকারী পরিচালক (মাধ্য-২)]

(৩) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি -সদস্য

(৪)সিনিয়র সহকারী সচিব (শা-১৩), শিক্ষা মন্ত্রনালয় -সদস্য-সচিব''.

We have elaborately examined the Rule-19 of the said পরিপত্র। It is clearly stated in the পরিপত্র।

বিষয়: বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত।

শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১০ তারিখের স্মারক নং-শাঃ১৩/এমপিও-১২/২০০৯/৭৫ মাধ্যমে জারিকৃত 'বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান ও জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকায়' এই যাই থাকুক না কেন, শিক্ষা জীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী নিয়ে বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ও ইনডেক্সধারী ব্যক্তিগণ নিয়োগ সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে, যে কোন বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালযে প্রধান শিক্ষক বা সহকারী শিক্ষক এবং বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক বা সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ

লাভের যোগ্য হবেন এবং বেতন ভাতা বাবদ সরকারি সহায়তা (এমপিও) পাবেন মর্মে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের ০৩/০৮/২০০৯ তারিখের নং শিম/শাঃ১১/৭-১/২০০৯/৮৮৪ পরিপত্র বহাল থাকবে।

We have carefully examined the application and the record it appears the petitioners did not file any review application under Rule 19 (ক) before the proper authority.

Over and above it revails that the petitioners have got the opportunity of being heard. There was 2nd time investigation held by the authority on the basis of the petitioner application. Gross allegation irregularities regarding the appointment has been found by the both investigation. These all are the disputed question of fact. It is admitted the authority concerned properly assign reasons for excluding the names of the petitioner from the list of MPO.

Petitioner obtained principle of "audi alteram partiem".

On the other hand as per নি-র্দশিকা-২০১০ এর Rules 19 এর আ-লা-ক petitioner did not exhausting the forums filed this pre-mature Writ Petition before this Court. He may file review petition within 3(three) months before the authority.

Upon such observation we do not find any merit in this Rule.

Hence the Rule is discharged without any order as to cost.

Communicate the judgment and order at once.

S. M. Masud Hossain Dolon, J:

I agree.

Md.Majibur Rahman.

Bench Officer.